শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তন করিলেও শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, সেই শ্রীকৃষ্ণকে তাহারা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছে; তাহাদের এতাদৃশ অর্থাৎ প্রেমবৈচিত্ত্যাখ্যা ভাবের উদয় হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে।" অথবা পূর্ব্বে যে শিশুপাল বৈকুণ্ঠের পার্ষদ ছিলেন, তাঁহার আগন্তুক উপদ্রবাভাস নাশ দর্শনের দ্বারাই সাধকত্ব নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধাভাস থাকা জন্য যে স্নেহ অর্থাৎ রাগ হইতে যাদবগণ এবং তোমরা অর্থাৎ যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে সমভাবে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, "তস্মাদ্বৈরানুবন্ধেন" ইত্যাদি ৭।১।২৫ শ্লোকে এবং "কামাৎ ক্রোধাদ্ ভয়াৎ" ইত্যাদি ৭।১২।২৯ শ্লোকে যে অর্থ করা হইয়াছে, সেই দুই শ্লোকার্থেরই উদাহরণরূপ "গোপ্য, কামাদ্ ভয়াৎকংসঃ" ইত্যাদি বাক্যে একরূপ অর্থ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। এবং পরে "কতমোহপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি" ইত্যাদি ৭।১।৩১ শ্লোকে বর্ণিত হইবেন যে পূর্ব্ববর্ণিত পাঁচ প্রকার ভাবের প্রাপকের মধ্যে বেণরাজের কোন ভাবেই আবেশ ছিল না। এইরূপ পাঁচভাবের প্রাপকের কথা উল্লেখ থাকায় অথচ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে যে—(১) কামভাবে প্রাপক গোপীগণ, (২) ভয়ভাবে প্রাপক কংস, (৩) দ্বেষভাবে প্রাপক শিশুপাল প্রভৃতি (৪) সম্বন্ধে যাদবগণ, (৫) স্নেহে পাণ্ডবগণ এবং (৬) বিধিভক্তিতে নারদ প্রভৃতি—এইরূপে ছয়ভাবে প্রাপকের কথা পাওয়া যায়। অথচ এস্থলে "পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি" শ্লোকে পাঁচ প্রকার প্রাপকের কথা উল্লেখ আছে। এই বিরুদ্ধ উভয় বাক্যের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই মূলশ্লোকের ব্যাখ্যা এইপ্রকারে করিতে হইবে যে—শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ হইতে যে স্নেহ অর্থাৎ রাগ, তাহা দ্বারাই যাদবগণ ও পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছেন। বিশেষতঃ যাদব ও পাণ্ডব উভয় বংশেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ আছে এবং তাঁহাদের উভয়েরই শ্রীকৃষ্ণে স্নেহ আছে। অতএব ভাষা পৃথক থাকিলেও উভয়কেই এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইবে। সম্বন্ধ শব্দ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য রাগেরই বিশেষত্ব জ্ঞাপন করা। এস্থানেও গোপীগণের মত, সাধকচর বৃষ্ণি বিশেষ এবং পাণ্ডব সম্বন্ধিবিশেষই পূর্ব্বাবস্থা অবলম্বন করিয়া সাধকত্বরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। অর্থাৎ এস্থলে যাদব বলিতে নিত্যসিদ্ধ উদ্ধব প্রভৃতি যাদবগণকে এবং পাণ্ডব বলিতে শ্রীযুধিষ্ঠির মহাশয় প্রভৃতিকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয় নাই। কারণ তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ পরিকররূপেই রহিয়াছেন। যাঁহারা সেই সমস্ত যাদব ও পাণ্ডবগণের ভাবের আনুগত্যে ভজন করিয়া তাঁহাদের সম্বন্ধান্বিত পরিজনরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকেই বুঝিতে হইবে। অতএব তাঁহাদের সম্বন্ধজনিত স্নেহও সেই সম্বন্ধবিশেষে অভিরুচিমাত্র বুঝিতে হইবে। "ভক্ত্যা বয়ং"